২/৬/২০০১

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ......

হিংসতার আশঙ্কার মধ্যে কাল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

৬২টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র, নকল রোধের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক চাপ

নস ঘোষ : আগামীকাল থেকে ৭ শিক্ষা
র্ডের অধীনে সারা দেশে একযোগে শুরু
চ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট
ইচএসসি) পরীক্ষা। আসন্ন জাতীয় সংসদ
র্বাচনের প্রাক্কালে কলেজ পর্যায়ের এই
বলিক পরীক্ষাকে ঘিরে দেশের সর্বত্র
াপক নকল ও কোথাও কোথাও
হিংসতার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে
৩২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৬২টিকে
ত্যধিক নকলপ্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে
হ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য
ানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কাল শুরু হয়ে এইচএসসির তত্ত্বীয়
রীক্ষা শেষ হবে ৯ জুন। এরপর বিভিন্ন
ষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৪ জুন শুরু হয়ে
শষ হবে ২ জুলাইয়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে
রকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী
বিরোধী দলগুলো এইচএসসি পরীক্ষার সময় হরতাল কর্মসূচি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে মাসব্যাপী এই পরীক্ষা নিয়ে আপাতত আর কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

তবে বোর্ড কর্মকর্তারা পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা নানারকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বেশি বাধা আসছে স্থানীয় সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। কলেজের ছেলেমেয়েরা নকলের সুযোগ না পেলে আগামী নির্বাচনে ভোট কমে যাবে এমন অজুহাত দেখিয়েও পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপের বিরোধিতা করা হচ্ছে। বিভিন্ন চাপের মুখে এবার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নকলপ্রবণ কেন্দ্র চিহ্নিত

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সহিংসতার আশঙ্কার মধ্যে এইচএসসি

● প্রথম পাতার পর করা হলেও কোথাও একটিও বাতিল করা হয়নি।
এবার ঢাকা বোর্ডে মোট ২৪৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও নকলপ্রবণ কেন্দ্র ১৫০টি,
রাজশাহী বোর্ডে ২৫৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২৫টি, কুমিল্লা বোর্ডে ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে
৬০টি, যশোর বোর্ডে ১২৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৫টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৯৩টি কেন্দ্রের মধ্যে
২৩টি, বরিশাল বোর্ডে ৭৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি এবং সিলেট বোর্ডে ৫১টি কেন্দ্রের মধ্যে
১৯টি কেন্দ্রে নকল ও সহিংসতা হতে পারে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।
প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে ৪টি তদারকি টিম পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কাজ করবে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে ৫০টি এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩০টি
ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি কেন্দ্রে সরকারি, বেসরকারি দুইজন
শিক্ষককে সার্বক্ষণিক তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা
অধিদপ্তর ৫০ সদস্যের একটি টিম গঠন করেছে, যে টিমের সদস্যরা ১২ ঘণ্টার নোটিশে
দেশের যেকোনো কেন্দ্র পরিদর্শন করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।
শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ভোরের কাগজকে বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের
বাইরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগের চেয়ে পরীক্ষা
কেন্দ্রের বাইরের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। কিন্তু ভিতরে নকল ঠেকাতে পারেন
পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকরা। শিক্ষকরা উদ্যোগী হলে কোথাও নকল হবে না।
শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, একটি এলাকায় ৪-৫টি কেন্দ্র থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন মাত্র
একজন। তার পক্ষে একা সবকিছু তদারকি করা সম্ভব নয়। এ জন্য শিক্ষকদেরই এগিয়ে
আসতে হবে। নকল প্রতিরোধে শিক্ষকদের ভূমিকাই বেশি।
এদিকে রোববার ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পরীক্ষার কাজে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিব
ইউএনওসহ অন্যদের এক বৈঠকে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা অত্যধিক নকলের জন্য স্থানীয়
রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দোষ দিয়েছেন। সূত্র জানায়, বৈঠকে শিক্ষকরা
অভিযোগ করে বলেছেন, গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোতে অবকাঠামোগত অসুবিধার সুযোগ
নিয়ে স্থানীয় মাস্তান, বখাটে ছেলেরা প্রবেশ করে নকল সরবরাহ করে। পরিদর্শকদের
ভয়ভীতি দেখায়।
শিক্ষকরা বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা কার্যকর
রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের। অথচ পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, ইউএনও সবার চোখের সামনে
বহিরাগতরা বুক ফুলিয়ে হলে প্রবেশ করে। প্রতিবছর পত্রিকায়ও এমন ছবি ছাপা হয়।
সূত্র জানায়, বৈঠকে কয়েকজন ইউএনও এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, অবস্থার
পরিবর্তন হয়েছে। গত এসএসসি পরীক্ষার উদাহরণ নিয়ে বৈঠকের সভাপতি জেলা প্রশাসক
আবদুস সাত্তার বলেছেন, ঢাকা জেলায় কোথাও কেন্দ্রের বাইরে কোনো সহিংসতা হয়নি।
এবারো কাউকে গোলযোগ করতে দেওয়া হবে না। কয়েকজন ইউএনও শিক্ষকদের
দোষারোপ করে বলেছেন, পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা বরং এখন নকলে
সহায়তাকারী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন।
আগামীকাল প্রথম দিনে ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার নতুন দুটি
বোর্ড বরিশাল ও সিলেটের অধীনে প্রথমবারের মতো এইচএসসি পরীক্ষার আসন বিন্যাস
করা হয়েছে। এ দুটি বোর্ডসহ মোট ৭ বোর্ডের অধীনে এবার মোট পরীক্ষার্থী ৫ লাখ ৭১
হাজার ১১৪। এর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী মাত্র ২ লাখ ১০ হাজার। বাকিরা অনিয়মিত,
প্রাইভেট এবং বিশেষ পরীক্ষার্থী। গত বছর যারা এক বিষয়ে ফেল করেছে এবার তারাই
বিশেষ পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছে। বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য শাখায় এবার সারা দেশে
পুরুষ পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ৫০ হাজার এবং মহিলা পরীক্ষার্থী ২ লাখ ২১ হাজার।
এবারের পরীক্ষাকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডগুলো বেশ কিছু
নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে সারা দেশে পরীক্ষার্থীদের কলেজ বদল করে পরীক্ষা
গ্রহণ অন্যতম। অর্থাৎ এক কলেজের পরীক্ষার্থীদের অন্য কলেজের কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া
হবে। এর আগে শুধুমাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় মহানগর ও বড়ো বড়ো জেলাগুলোতে এ
ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। গত মার্চে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো আসন
বিনিময়ের এ ব্যবস্থাটি সারা দেশে কার্যকর করা হয়।
তবে বোর্ডগুলোর সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন স্থানে এ ব্যবস্থাটি কার্যকর করতে স্থানীয়
প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। নকল প্রতিরোধের এই উদ্যোগকে ব্যর্থ করতে
রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সহায়তায় মাঠে নেমেছে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা। তারা তাদের
সুবিধামতো এলাকায় কেন্দ্র নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে চাপ দিচ্ছে। এতে কাজ না হলে রাস্তায়
নেমে নকলবাজরা পুরোনো কেন্দ্র বহালের দাবিতে সহিংসতা করছে। ইতিমধ্যে বগুড়া,
নোয়াখালীসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে এমন সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে।
এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সর্বশেষ সভায় নকল বন্ধের জন্য
বোর্ডগুলোকে উপজেলা সদরের বাইরে কোনো কেন্দ্র না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবদুল হামিদ বলেছেন, যথাসম্ভব এ সিদ্ধান্ত মেনে
চলা হচ্ছে। তবে বাস্তব অবস্থার কারণেই অনেক জায়গায় এবার সিদ্ধান্তটি কার্যকর হচ্ছে
না। তবে আগামী বছর থেকে উপজেলা সদরের বাইরে কোথাও কেন্দ্র থাকবে না বলে
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানিয়েছেন।
এ ছাড়া নতুন সিদ্ধান্ত হিসেবে বোর্ডগুলো এবার প্রতিটি জেলা হেডকোয়ার্টারে একটি
করে স্ট্যান্ডবাই কেন্দ্র রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। জেলার কোথাও কেন্দ্র বাতিল হলে
তাৎক্ষণিকভাবে স্ট্যান্ডবাই কেন্দ্রে আসন বিন্যাস করা হবে।
এইচএসসি পরীক্ষার পাশাপাশি সারা দেশে আগামীকাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের
এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে। ২৬৮টি
প্রতিষ্ঠানের মোট ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ২৩৩টি কেন্দ্রে এ দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
... মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা শুরু হবে আগামী